দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 APR 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

মাদারীপুর ও বরগুনা থেকে প্রশ্নফাঁস চক্রের ২৬ জন পাকড়াও

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ মাদারীপুর ও বরগুনায় প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ২৬ জনকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে মাদারীপুর থেকে ১৫ এবং বরগুনা থেকে ১১ জনকে আটক করা হয়। খবর নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো।

মাদারীপুর ॥ ২০১৪ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের ১৫ জনকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ডিভাইসসহ প্রশ্নপত্র জব্দ করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের পাঠককান্দি মহল্লা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলো পলাশ মন্ডল (৩৫), মনতোষ সরকার (৩২), আকরাম হোসেন (২৪), অপূর্ব

(২ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

মাদারীপুর ও বরগুনা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাওলাদার (৩৫), বিনয় ভক্ত (২৭), অনাদী বিশ্বাস (২৭), শশাঙ্ক বৈদ্য (৩২), তানভীর আহম্মেদ (৩১), মৃদুল হাওলাদার (৩০), আশিষ বালা (২৯), মৃত্যুঞ্জয় বালা (২৫), অলোক বালা (২০), সন্তোষ হালদার (৪০), সুরঞ্জন পান্ডে (৪২) ও মকসেদুল আলম (৩৫)।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন দেব জানান, মাদারীপুরে স্কুল ও কলেজের ১৬ কেন্দ্রে শুক্রবার সকাল ১০টায় শুরু হয় ২০১৪ সালের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা। এই নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী একটি চক্র টাকার বিনিময়ে উত্তরপত্র সরবরাহ করছে এমন সংবাদ আসে ডিবি পুলিশের কাছে। বৃহস্পতিবার থেকেই আমরা চক্রটির বিষয়ে অবগত হয়ে এদের গতিবিধি নজরদারিতে রেখেছিলাম। পুলিশের নজরদারি ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের পাঠককান্দির একটি বাসায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশ। এ সময় সেখান থেকে প্রথমে ১১ জনকে আটক করা হয়। তাদের দেয়া স্বীকারোক্তি মতে পাশের আরেকটি বাসায় অভিযান চালিয়ে আরও ৪ জনকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। আটকদের অনেকেই সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দফতরে চাকরিরত এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী রয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

বরগুনা ॥ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং উত্তর বিতরণ চক্রের মূল হোতা হুমায়ুন কবীরসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে বরগুনা জেলা পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন বরগুনা পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের মাহবুব হোসেনের স্ত্রী নাজমুন নাহার নাজমা (৩৮), কন্যা মারিয়া আক্তার (১৬), তালতলী উপজেলার উত্তর ঝাড়াখালী গ্রামের আঃ আজিজ সিকদারের ছেলে মোঃ ইউনুস মিয়া (৩৫), বেতাগী উপজেলার কাজিরাবাদ ইউনিয়নের আফাজ উদ্দীনের ছেলে মোঃ রেজাউল করিম (২৫), পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার বাজিতা গ্রামের আঃ খালেকের ছেলে মোঃ আরেফিন(২৭), কিশোরগঞ্জ জেলার কাটাখালী উপজেলার বনগ্রামের আঃ কাদেরের ছেলে মোঃ আলী আকবর (২৮), বেতাগী উপজেলার ৫ নং ওয়ার্ডের আঃ কাদের শরীফের ছেলে সাকিবুর রহমান (২৬) ও হাসান মেহেদী (২৪), বামনা উপজেলার মোঃ মিজানুর রহমানের স্ত্রী মোসাঃ মাছুমা বেগম (৩২) এবং পাথরঘাটা পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের মৃত আঃ ছত্তারের মেয়ে মনিরা আক্তার (২৫)। বরগুনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

এ সময় তাদের কাছ থেকে দুই লাখ ৫৮ হাজার টাকা, পরীক্ষার হলে উত্তর সরবরাহের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ৭টি ডিভাইস ও ৫টি ক্ষুদ্র হিয়ারিং ডিভাইস, ২৩টি মোবাইল এবং ৬টি প্রবেশপত্র উদ্ধার করে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, এ চক্রের মূল হোতা হুমায়ুন কবীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) থেকে পাস করে প্রথমে অগ্রণী ব্যাংকে ও পরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে চাকরি করত। তার বাড়ি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার ৫ নং কাঁকড়াবুনিয়া ইউনিয়নের গাজিপুরা গ্রামে। তার পিতার নাম মৃত শাহ আলম হাওলাদার।

বরগুনার পুলিশ সুপার বিজয় বসাক(বিপিএম) বলেন, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে প্রথমে প্রশ্ন ফাঁস করে পরে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সমন্বয়ে অতিক্ষুদ্র গোপন ইয়ারফোনের মাধ্যমে পরীক্ষার হলে উত্তর সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিল চক্রটি। চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান এখনও চলমান রয়েছে।